আলো পথ
এমএলই নিউজলেটার
৯ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্র্যাক-এর কার্যক্রম

'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস'-এর চেতনার প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নানাবিধ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক গত ৯ আগস্ট ২০১৫ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আদিবাসীদের জন্য বাস্তবায়নাধীন ব্র্যাক-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ তুলে ধরা হয়।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ডা. মুহাম্মদ মুসার সভাপতিত্বে অবহিতকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী।

অবহিতকরণ অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল স্টল ও প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি রাশেদা কে. চৌধূরী। আদিবাসী শিশুরা নানা রং-এর ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী পোশাকে সু-সজ্জিত হয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে।

আদিবাসী মেলা পরিদর্শন শেষে অতিথিবৃন্দ দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে ব্র্যাক উদ্যোগের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সমৃদ্ধ আলোচনা এবং প্যানেল আলোচনার মাঝে মাঝে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সেন্টার ফর ইনডিজেনাস পিপলস্ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CIPRAD)-এর নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মানকিনের সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ' বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন (এনসিআইপি)-এর মহাসচিব অধ্যাপক মেসবাহ কামাল। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম ও ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি'র পরিচালক আন্না মিনজ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাশেদা কে. চৌধূরী এ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, সরকারের অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা আছে, যা বেসরকারি সংগঠনসমূহ তাদের কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে পূরণ করতে পারে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আমরা 'ক্ষুদ্র' বলে অপমান করছি। এটি আমাদের হীনমন্যতাকে প্রকাশ করে। কোনো মানুষ বা মানব গোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র বলে আখ্যায়িত করা মানবাধিকার লংঘনের সামিল। তারা কখনই ক্ষুদ্র নয় বরং ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ হতে পারে। আমরা যারা তথাকথিত ভদ্র, সভ্য, সমাজ অথবা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছি, তারা আদিবাসীদের প্রতি অসম্মান ও অমর্যাদা প্রদর্শন করেছি। এটি আমাদের এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

এ মাটির সন্তান আদিবাসীদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, বিশেষ করে আদিবাসী নারীরা নির্যাতন- নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, তারা কোনো বিচার পাচ্ছে না। বিচারহীন এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সোচ্চার হতে হবে। এ দায় আমাদের সকলের, আদিবাসীদের কাছে আমরা সকলেই ঋণী। তিনি আরো বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের এ ঋণ একটু একটু করে শোধ করার সময় এসেছে। আমাদের সকলকেই এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাজীবন শুরু করার অধিকার এবং এর পাশাপাশি তাদের পর্যায়ক্রমে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে *Multi Lingual Education (MLE) Forum* গঠনের কথা উল্লেখ করেন। গণসাক্ষরতা অভিযান এই ফোরামের সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। ব্র্যাকসহ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং আদিবাসী সংগঠন এই ফোরামের সদস্য। সর্বশেষে তিনি আদিবাসী দিবসের সফলতা এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য ব্র্যাককে ধন্যবাদ জানান।

সাকিবা খাতুন

৯ আগস্ট রাজধানীসহ সারাদেশে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়নে ৯ আগস্ট রাজধানীসহ সারাদেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ৯ আগস্ট রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ ও বাংলা একাডেমি চত্বরে দেশের ৩০টি আদিবাসী বিষয়ক সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন আদিবাসী পণ্যের প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ মিনারে দিবসের মূল সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, সিপিবির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঐক্য ন্যাপের পঙ্কজ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, নাট্যকার মামুনুর রশিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রী রাশেদ খান

মেনন বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জাতিগোষ্ঠীকে বাঙালি হয়ে যেতে বলা হয়েছিল। এত বছর পর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সরকার সব দাবি উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলে অপমানজনক নামকরণ করেছে। তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও আদিবাসী ফোরামের সভাপতি *জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)* বলেন, শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে হলে লড়াই-সংগ্রাম জোরদার করা ছাড়া উপায় নেই। আদিবাসীরা সংগ্রাম করতে জানে বলে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব নয়।

ঐতিহ্যবাহী সাজ-পোশাকে পাহাড় ও সমতল থেকে শত শত আদিবাসী জাতির ছেলেমেয়েরা ব্যানার-ফেস্টুন উঁচিয়ে শহীদ মিনারের সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশে বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশন করা হয় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাচ-গান। পরে বের করা হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানেও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সূত্র : বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় এমএলই ফোরামের অংশগ্রহণ এবং উপকরণ প্রদর্শন

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০১৫ উপলক্ষে গত ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে **মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন** কর্তৃক আয়োজিত বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দুদিনব্যাপী মেলায় এমএলই ফোরাম অংশগ্রহণ করে। এমএলই ফোরামভুক্ত সদস্য সংস্থা সমূহের উন্নয়নকৃত এমএলই বিষয়ক উপকরণ এতে প্রদর্শন করা হয়। মেলায় আগত দর্শনার্থী এমএলই ফোরামের স্টলে বিভিন্ন উপকরণ দেখেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। গণসাক্ষরতা অভিযান, সেভ দ্য চিলড্রেন, কারিতাস, এসআইএল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন আদিবাসী যেমন-মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, গারো ইত্যাদি সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য উন্নয়নকৃত উপকরণ এমএলই ফোরামের স্টলে প্রদর্শন করা হয়। দু'দিনব্যাপী এই মেলায় এমএলই ফোরামের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আলোচনা সভা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শাহ আলম

মণিপুরী ভাষা

বুড়াবুড়ি বারো কচুমুখির য়ারি

তিল্লা আগর কাদাহানদে লামিয়া গিয়াছেগা ছড়াশৌ আহান। ছড়া অহার কাদাহাৎ হুর্কাং গাঙআহান পড়িছি। গাঙঅহাৎ বুড়াবুড়ি হেইমাক আহান আছিলা। আকদিন মাদানে বুড়াবুড়ি দ্বিয়োগিয়ে গরর পিছেদে বাহাশপার তলে বিছারাহাৎ মুখি লাগেইতারাতা। বাদর দাপাআহান কাদার জঙ্গলহাৎত নুকুলিয়া আংকরতারা,

: অ বুড়াবা, কিতা রুহরাইতা?

: মুখি রুহোরাংতা।

: কিসারে রুহোরাইতা?

আমি বুদ্ধিআহান মাতিকনে, অহান ইলে থক্ক ডাঙর ইতই। হাই, আগে হবা করে মুখি অগি উহানা দিয়া ভাতর চিপা আগই, চেঙর মুর আগই তেলাআহান্ন মচাশৌ করে বাধিয়া বহাদিয়া মাটিনো গুরেয়িলে রাতিআহাত ডাঙর ইতই।

বুড়াবুড়িয়ে মাতলা, বাবাগাছি, তোমার কথানো যেসারে করলে থক্ক ডাঙর অর অসারে লাগেইতাঙাই। সেন্দাহার আগে মুখি লাগিয়া গরে গেলাগা। রাতি বাদর অতাই ডাঙর ডাঙর বনর কচু আকেইহাননো আহিলা। আয়াতে মচাশৌ অতা নিকালা নিকালা নুঙেই করে খেয়া বনর কচু অতা রুহেদিয়া গেলাগা।

বিয়ানে ঘুমেৎত উঠিয়া বুড়াই কচু দেহিয়া বুড়িরে ডাকলো। বুড়িও দেখিয়া হারৌ ইলি। বুড়াই কাচিহাননো বাগুয়া কতোহান কাপলো। বুড়িরে মাতলো, মি সতহাননো মাছ ধরাৎ গেলুগা। আজি কচুর বাগুয়ায় মাছে হৌ হিজিতেইতাহে। বুড়িয়ে মেনত করিয়া হৌ হিজিলো। বুড়া হিনাৎ গিয়াছে মাপাঅহাৎ বুড়িয়ে মাগুরার ডাঙর চিলাঅহানি খেয়া কেন্থাহাননো মুরগারি দিয়া ঘুম আহান দিলো।

বুড়া আহিয়া খানাৎ বহিয়া চারথাং খেরিগৎ মাছ নেইছে। বুড়িরে আংকরলো আরো বুড়িয়ে মাতলো, মেকুরগই খা থাইবো। এহানদে বুড়িরতা নারগো খাজুয়ানি অকরলো। নারগ খাজুয়ানিহানে আকুয়া বুড়িয়ে হাবিতা স্বীকার করলো। চালাক্করে হিদল মাছ আনিয়া দ্বিয়গিয়ে খেইলা। অতাই না ধরিয়া পুরানা মাংখেই গলিয়া পানি পিলা। লাই লাই খাজুয়ানি আলুইল।

এপাগাতে বুড়াই কাম্বিহান মিটানির কাজে বুড়িরে হিকিলোতা, মি উঠানর তুলসীপুঙ্গর কাদাহাৎ কলাপাতা আহাৎ দিগলগ ইয়া পরঙ। তি দলা ফুতি আহাননো মোরে গুরিয়া কাদানি অকর। কারেউ না মাতিস। বাদর অতা আহিলে তোমার বুড়াবা'র কাদাহাৎ বয়া কাদেই বুলিস। মজ্জুত লাঠি আগ লুকেয়া বুড়া দিগলগ ইয়া পড়িল।

বুড়িয়ে কাদানি অকরলে মানু তিলুইলা। দুরেইৎত হুনিয়া বাদরঅতা দাপহাননো আহিয়া আংকরলা, বুড়িমা কিতা ইছেথাং?

: হাই, তোমার বুড়াবা মরিয়া....মি কিহান ইলুতা!

বুড়িয়ে কাদিয়া জলম্বি অনার ভান করিয়া মাতিরি, তোমার বুড়া-বা'র কাদাহাৎ বহিয়া কাদোগা। অ বুড়া, তোর বাদর বাবাগাছি আহিলা অরে। বাদরঅগি কাদাহাৎ চেপুইলে বুড়াই উঠিয়া লাঠিগনো বারানি অকরলো। ঠেং বাগিয়া লেজ ছিড়িয়া কোনোমতে লিতুয়া গেলাগা।

অধ্যাপক রণজিৎ সিংহ

বাংলা ভাষা

বুড়োবুড়ি ও কচুমুখির গল্প

টিলার গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছোট্ট পাহাড়ি ঝরণা। ঝরণার পাশেই ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করত এক বুড়ো আর এক বুড়ি।

এক বিকেলে বুড়োবুড়ি দু'জন ঘরের পিছনে বাঁশঝাড়ের নিচে এক টুকরো জমিতে কচুমুখি লাগাচ্ছিল। এমন সময় কাছের জঙ্গল থেকে একদল বানর বেরিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞেস করল,

: ও দাদু, কী লাগাচ্ছ?

: দাদু বলল, কচুমুখি লাগাচ্ছি।

বানরেরা বলে, আমাদের বুদ্ধি শোন, তাহলে গাছগুলো তাড়াতাড়ি বড় হবে। প্রথমে কচুমুখিগুলো ভালো করে সিদ্ধ করে তার সঙ্গে একমুঠো ভাত মাখো। সঙ্গে একটা টাকি মাছের মাথা এক টুকরা কাপড় দিয়ে মুড়ে মাটিতে ঢেকে রাখলে রাতারাতি গাছগুলো বড় হবে।

বুড়োবুড়ি বলে, বাবারা, তোমাদের কথামতো যেভাবে গাছগুলো বড় হয় সে ব্যবস্থাই আমরা করব।

সন্ধ্যার আগেই কচুমুখি লাগিয়ে তারা ঘরে ফিরল। রাতে বানরগুলো বড় বড় বনকচু নিয়ে এল। কাপড়ে মোড়া খাবারগুলো বের করে মহানন্দে খেয়ে যাবার সময় বনকচুগুলো লাগিয়ে দিয়ে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বুড়ো কচু দেখে বুড়িকে ডাকল। বুড়িও দেখে খুশি। কাস্তে দিয়ে বুড়ো কয়েকটা কাণ্ড কাটল। বুড়িকে বলল, আমি মাছ ধরতে গেলাম। আজ কচু দিয়ে মাছ রাঁধবে। বুড়ি যত্ন করে তরকারি রান্না করল। বুড়ো স্নান করতে গেছে, বুড়ি মাগুর মাছের বড় টুকরোটি খেয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়ো এসে খেতে বসে দেখে বাটিতে মাছ নেই। জিজ্ঞেস করলে বুড়ি বলল, বিড়ালে খেয়েছে বোধ হয়। এদিকে বুড়ির গলা চুলকানি শুরু হলো। গলা চুলকানোর চোটে বুড়ি সব স্বীকার করে। তারপর হিদল মাছ নিয়ে এসে দু'জনে ভাত খায়। তাতে লাভ না হওয়ায় তেঁতুলগোলা পানি খায়। ধীরে ধীরে চুলকানি কমে।

বুড়ো বুড়িকে বুদ্ধি দেয়, 'আমি তুলসি গাছের পাশে একটা কলাপাতায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকব। তুমি সাদা কাপড় দিয়ে আমাকে ঢেকে কাঁদতে শুরু করবে। বানরগুলো এলে বুড়োদাদুর পাশে বসে কাঁদতে বলবে।' একটা মজবুত লাঠি লুকিয়ে রেখে বুড়ো লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

বুড়ি কাঁদতে শুরু করলে দূর থেকে কান্না শুনে বানরগুলো দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে, বুড়িমা, কী হয়েছে?

'তোমাদের দাদু মারা গেছে.... এখন আমার কী হবে?

বুড়ি কান্নায় ভেঙে পড়ার ভান করে বলে, তোমাদের বুড়ো দাদুর কাছে বসে কাঁদো। ও বুড়ো, তোমার বানর নাতিরা এসেছে। বানরগুলো কাছে যেতেই বুড়ো উঠে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। পা ভেঙে লেজ ছিঁড়ে বানরগুলো কোনোমতে পালিয়ে যায়।

অনুবাদ : জ্যোতি সিনহা

আদিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শি
লেখকদের সাক্ষ

সরকারি উদ্যোগে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হ
নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রমের পাশাপশি প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যাবে। গত
হয়েছিল। এ সংখ্যায় চাকমা ভাষার লেখক সুগত চাকমা, মারমা ভাষার লেখক ডা. অং

সুগত চাকমা

চাকমা ভাষার লেখক

পহর: *সরকারি উদ্যোগে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। আপনার ভাষায় আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের আমন্ত্রণ পেয়ে কেমন লাগছে?*

সুগত চাকমা: চাকমা শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের জন্য এনসিটিবি থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দ, উৎসাহ ও যথাযথভাবে শিশুবান্ধব শিশুপাঠ্য উপকরণ প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের সুদৃষ্টি ও তাদের সহযোগিতা করার তাগিদ অনুভব করছি।

পহর: *প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণের লেখক হিসেবে আপনি কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন?*

সুগত চাকমা: এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক উপকরণসমূহ চাকমা ভাষায় পরিমার্জন করতে তাদের নির্বাচিত চাকমা লেখকদের সঙ্গে মিলে প্রস্তুত করার জন্য তৈরি হচ্ছি। এ বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুতি আছে।

পহর: *আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের ফলে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়বে?*

সুগত চাকমা: চাকমা ভাষায় শিশুদের উপযোগি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকালে এগুলো দেখে, পড়ে, লিখে, শিখে তাদের মনে স্কুলে পড়ালেখা করার ব্যাপারে আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

পহর: *এনসিটিবি'র এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকে আর কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে?*

সুগত চাকমা: এনসিটিবি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করছেন। এই মহৎ উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি।

পহর: *এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে?*

সুগত চাকমা: আদিবাসী শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অভিভাবক সমাবেশ করে অভিভাবকদের সচেতন করতে পারে। শিক্ষার্থী জরিপে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পহর: *প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব বই পড়ানো যাবে কী? না হলে কী করতে হবে?*

সুগত চাকমা: সুশিক্ষা ও নতুন কিছু শিক্ষা দানের ব্যাপারে সব সময় যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। সফলদায়ক ও উন্নত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

পহর: *বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত স্কুলে শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন?*

সুগত চাকমা: যথাযথ উদ্যোগ ও যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে চাকমা ভাষায় অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা তাদের প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এনসিটিবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চাকমা ভাষার প্রাক-প্রাথমিক উপকরণগুলো সফলভাবে পড়াতে, শিখাতে ও লিখাতে পারবেন।

ডা. অংক্যজাই মারমা

মারমা ভাষার লেখক

পহর: *সরকারি উদ্যোগে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। আপনার ভাষায় আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের আমন্ত্রণ পেয়ে কেমন লাগছে?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: ভালোই লাগছে।

পহর: *প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণের লেখক হিসেবে আপনি কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: শিশুরা সহজে বুঝতে পারে এমন শব্দ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি।

পহর: *আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের ফলে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়বে?*

ক্ষা উপকরণ উন্নয়ন উদ্যোগ
াৎকার

ছ। যে সকল আদিবাসী লেখক এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার **পহর** পত্রিকায় প্রকাশের উদ্যোগ খ্যায় ত্রিপুরা ভাষার (ককবরক) লেখক মথুরা ত্রিপুরা এবং গারো ভাষার লেখক বাঁধন আরেং-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত জাই মারমা এবং সাদরি ভাষার লেখক কল্যাণী মিনজি'র সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো।

ডা. অংক্যজাই মারমা: শিশুরা বুঝে পড়তে শিখবে। ফলে তাদের শিক্ষার ভিত্তি শক্ত হবে।

পহর: *এনসিটিবি'র এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকে আর কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: গণশিক্ষা বা মাতৃভাষায় বয়স্ক শিক্ষা চালু করা উচিত।

পহর: *এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: নিজ নিজ ভাষায় লেখাপড়া জানা তরুণ-তরুণীদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শিক্ষার্থী জরিপে সাহায্য করতে পারে।

পহর: *প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব বই পড়ানো যাবে কী? না হলে কী করতে হবে?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

পহর: *বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত স্কুলে শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: না।

কল্যাণী মিনজি

সাদরি ভাষার লেখক

পহর: *সরকারি উদ্যোগে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। আপনার ভাষায় আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের আমন্ত্রণ পেয়ে কেমন লাগছে?*

কল্যাণী মিনজি: বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও চর্চার মহতি উদ্যোগের জন্য কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। নিজেকে জাতিগোষ্ঠীর গর্বিত সদস্য মনে করছি। ভীষণ ভালো লাগছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

পহর: *প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণের লেখক হিসেবে আপনি কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন?*

কল্যাণী মিনজি: আমি গান, ছড়া, গল্প ইত্যাদি বয়স্ক ব্যক্তি, মধ্যবয়সী, শিশু এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

পহর: *আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের ফলে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়বে?*

কল্যাণী মিনজি: হঠাৎ করে মাতৃভাষায় বই পেয়ে তারা প্রথমে অবাক হবে। তবে নিজস্ব সংস্কৃতির শিক্ষক থাকলে আনন্দ ও আন্তরিকভাবে সর্বোপরি আত্মতৃপ্তির মাধ্যমে পড়ালেখা করতে পারবে।

পহর: *এনসিটিবি'র এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকে আর কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে?*

কল্যাণী মিনজি: (১) ভাষাকে সমৃদ্ধ, সংরক্ষণ এবং ভাষার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

(২) নিজস্ব সংস্কৃতির শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন।

পহর: *এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে?*

কল্যাণী মিনজি: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় পারদর্শী করে তুলতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

পহর: *প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব বই পড়ানো যাবে কী? না হলে কী করতে হবে?*

কল্যাণী মিনজি: প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক বই পড়াতে পারে না। নিজস্ব সংস্কৃতির শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

পহর: *বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত স্কুলে শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন?*

কল্যাণী মিনজি: নিজস্ব ভাষার শিক্ষক হলে পড়াতে পারবে। নচেৎ সম্ভব নহে।

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা (এমএলই) নিয়ে কর্মরত সকল সংস্থাকে *পহর* নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছবিসহ এ কর্মসূচির পরিচিতি পাঠাতে অনুরোধ করা হলো।

এম এল ই ফোরামের ৩৪তম সভা অনুষ্ঠিত

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বিকাল ৩টায় গণসাক্ষরতা অভিযানের কনফারেন্স রুমে এম এল ই ফোরামের ৩৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের সদস্য এবং ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি এম.এইচ.মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং কার্যবিবরণীর অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় MOPME তে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের মিটিং-এর জন্য এমএলই ফোরাম কর্তৃক বিভিন্ন সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে তপন কুমার দাশ বলেন, স্টিয়ারিং কমিটি গঠন মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বাস্তবায়নে একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এমএলই উপকরণ উন্নয়ন, বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। সে কারণে স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং এ এমএলই ফোরামের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এম.এইচ.মহিউদ্দিন এ বিষয়ে বলেন- এমএলই উপকরণ উন্নয়ন এবং বিতরণের আগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থী জরিপ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সকল শিশুর জন্য উপকরণ দেওয়া হবে নাকি নমুনা আকারে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করাও জরুরি।

MOPME তে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের সভায় এমএলই ফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- জানুয়ারি ২০১৫-এর মধ্যে ৫টি (মারমা, চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, সাদরি) ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের হাতে Pre-Primary MLE বইপত্র পৌছানো।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী জরিপ কাজ সম্পাদন করা। সরকার চাইলে MLE Forum এখানে সহযোগিতা করতে পারে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের গাইডলাইন তৈরি। শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। সরকার চাইলে MLE Forum সহযোগিতা করতে পারে।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ PEDP-3 এর আওতায় আয়োজন করা যেতে পারে।
- পাইলটিং হতে হবে সকল শিশুকে নিয়ে
- ১ম বছর-এ পরীক্ষামূলকভাবে এ কর্মসূচি চালু করা।

সবশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কার্যক্রম শেষ করেন।

দিনাজপুরে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

এনডিএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে দিনাজপুরে এনডিএফ এর কনফারেন্স রুমে মাতৃভাষভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার "আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা: আমাদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ।

এনডিএফ এর পরিচালক ভিক্টর লাকরার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) তৌহিদুল ইসলাম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন প্রধান অতিথি তৌহিদুল ইসলাম (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক -শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি)। তিনি বক্তব্যে বলেন, বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সরকারের ৫টি ভাষার আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রি-প্রাইমারি উপকরণ উন্নয়নের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পথে। আশা করা হচ্ছে, আগামী ২০১৬ সালে শিশুদের হাতে উপর্যুক্ত উপকরণ পৌছাবে। বক্তব্যে তিনি আরো বলেন-আমি কেন শিক্ষিত হতে চাই, কারণ আমি আলোকিত মানুষ হতে চাই। সমস্ত শিশুরা শিক্ষিত হোক, আলোকিত মানুষ হোক, দেশ এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা করে আয়োজক সংস্থাসমূহকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন অধ্যক্ষ বিজয় বিকাশ ডিকসা, নরেশ বিশরা, লাকি মারাণ্ডি, এনজিও ব্যক্তিত্ব আব্দুস সালাম, আব্দুল হামিদ, সাইফুল ইসলাম, ডা. শ্যাম মাণ্ডি, শিক্ষক পিটার লাকরা। সেমিনারে বক্তারা বলেন, একটি দেশের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। জাতি গঠনে প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। আদিবাসীদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ হলো শিশু কিশোর। মূল স্রোতোধারার মানুষের তুলনায় আদিবাসীদের সংখ্যা কম হলেও দেশ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়। আদিবাসীদের সংস্কৃতি , ভাষা ও গোত্র আলাদা বাংলা ভাষার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। তাই আদিবাসী ছেলে মেয়েদের মূলত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই বললেই চলে। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা অধিকার আদায়ের বাধা উত্তরণের উপায় হলো মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা;
- দিনাজপুর অঞ্চলে সাঁওতাল গোত্রের লোক বেশি বাস করে। যেহেতু প্রথম পর্যায়ে সাঁওতাল ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রি-প্রাইমারি উপকরণ উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি সেহেতু দ্বিতীয় পর্যায়ে সাঁওতাল ভাষায় উপর্যুক্ত উপকরণ উন্নয়নের জন্য সকলের একমত হওয়া এবং সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে এ্যাডভোকেসি ও লবিং করা;
- আদিবাসী এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা;
- শিক্ষার জন্য আদিবাসী অভিভাবক ও শিশু কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা;
- আদিবাসী গোষ্ঠীর দরিদ্রতা নিরসনে আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা;
- আদিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা;
- সমতলের আদিবাসীদের সাঁওতাল, উরাও ব্যতীত আর যে সকল ভাষার আদিবাসী রয়েছে তাদের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে ভাষা বিষয়ক সংলাপের ব্যবস্থা করা;
- আদিবাসীদের জন্য আলাদাভাবে শিক্ষা বাজেট প্রণয়ন করা;
- সর্বোপরি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

শাহ আলম

আদিবাসীদের শিক্ষা প্রসারে সিপ্রাড-এর কার্যক্রম

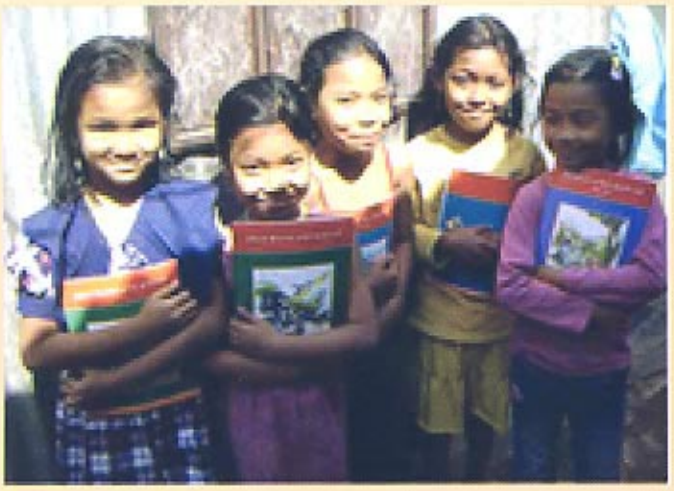

সেন্টার ফর ইন্ডিজিনাস পিপলস্ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপ্রাড) ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সহযোগিতা করা; তাদের অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করা; প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতা করা; কারুপণ্য বিপননের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা; গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করা এবং তা জনগণের উন্নয়নের উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখতে সহযোগিতা করা।

এম এল ই পরিচালনার ক্ষেত্রে সিপ্রাড ২০০৬ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৯ সাল থেকে ১৪০টি স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক ও ১ম শ্রেণিতে পাঠরত গারো ভাষাভাষী শিশুদের জন্য কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রম ২০১১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ প্রাক-প্রাথমিক ও ১ম শ্রেণির জন্য গারো ভাষায় শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানায়। তবে অর্থের অভাবে ২০১২ সালে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, এই ১৪০টি প্রাথমিক স্কুল চার্চ দ্বারা পরিচালিত এবং তারা এমএলই কার্যক্রমকে জোরালো করার জন্য সবসময় দাবি জানিয়ে আসছে।

শিশু শ্রেণির উপযুক্ত ছড়া, গান ও গল্প সমন্বয়ে ছোট ছোট বই রচনা করা হয় এবং বিনামূল্যে শিশুদের ও শিক্ষকদের জন্য সরবরাহ করা হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে ভাষা শিক্ষকদের তিন দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিন বছর গারো ভাষায় শিক্ষা পরিচালনার পর আমাদের ধারণা হয়েছে, শিশুরা নিজ ভাষায় শিক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, নিজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল-নির্ভর ছবি ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিশুরা সহজেই বুঝতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষকের সে ভাষায় দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি।

গত মার্চ ও মে ২০১৫ সালে গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও ওরাঁও ভাষাভাষী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের NCTB কর্তৃপক্ষ প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পুস্তক রচনার জন্য ২১ দিনের কর্মশালা পরিচালনা করেছে। আশা করা যায়, আগামী জানুয়ারি ২০১৬ তে এই পাঁচটি ভাষাভাষী শিশুরা নিজেদের ভাষায় শিক্ষা লাভ করবে। এই প্রয়াস আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। এই এমএলই কার্যক্রমকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সিপ্রাড, গণসাক্ষরতা অভিযানসহ অন্যান্য অনেক সংস্থা ও মানবাধিকার কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অব্যাহত আছে।

আলবার্ট মানকিন

খাগড়াছড়িতে পহর পত্রিকার পাঠক চাহিদা নিরূপণ সভা

গত ২৭ জুন ২০১৫ গণসাক্ষরতা অভিযান এবং জাবারং কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ির যৌথ উদ্যোগে পহর পত্রিকার চাহিদা নিরূপণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ, লেখক প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ মোট ২৫জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

এই সভার উদ্দেশ্য ছিল গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা পহর এর চাহিদা জরিপ, পাঠকের মতামত সংগ্রহ, পত্রিকাটির মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং আদিবাসী বিশেষজ্ঞ সংশ্লিষ্টজনদের মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন চন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা (চেয়ারপারসন, জাবারাং ও প্রধান শিক্ষক, নয় মাইল ত্রিপুরা পাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা।

পহর পত্রিকার পাঠক চাহিদা নিরূপণ সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব মতামত ও কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ:

সুপারিশসমূহ

- বছর শেষে একটি বড় সংকলন প্রকাশ করা;
- তৃণমূল পর্যায়ের আলোচিত কিন্তু অবহেলিত ব্যক্তিদের নিয়ে ছবিসহ ফিচার প্রকাশ করা;
- বিভিন্ন ভাষার অভিধানের তালিকা প্রকাশ করা;
- পুস্তক সমালোচনা ও পরিচিতি তুলে ধরা;
- সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে সকল আদিবাসী ভাষার অভিধান সংরক্ষণে রাখা;
- পহর-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- বর্ণমালা ও ভাষা চর্চা নামক পৃষ্ঠা সংখ্যা বর্ধিত করা;
- প্রতি সংখ্যার পূর্বে লেখা আহ্বান করা।

আদিবাসী নেতা ও মানবাধিকারকর্মী সঞ্জীব দ্রং-এর সঙ্গে কথোপকথন

প্রশ্ন : সরকার ইতোমধ্যে ৫টি ভাষায় এমএলই উপকরণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়।

উত্তর: শিক্ষানীতিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল। তারপরও সরকারকে এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি। এটিও একটি অগ্রগতি। তবে আমি সমন্বয়ের খুব অভাব দেখছি। নিয়মিত সভা হয় না। কাজের গতি অনেক মন্থর। নিয়মিত সভা হওয়া দরকার। সভার মিনিটস্ পাওয়া যায় না। একদিনের নোটিশে অনেক সময় সভা ডাকা হয়। এসব ক্ষেত্রে উন্নতি দরকার। কাজের অগ্রগতির জন্য নিবিড় মনিটরিং জরুরি।

প্রশ্ন : সাঁওতাল শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে আপনার অভিমত বা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দ্বিধা দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করা যায় কোন হরফে তাদের পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর: আমি সাঁওতাল নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করেছি। ৩টি বড় মিটিং করেছি। ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। ফজলে হোসেন বাদশা এমপি'র সঙ্গে কথা বলেছি কারণ উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের সঙ্গে উনার গভীর সম্পর্ক ও জানাজানি রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমরা একটি সমাধানে পৌঁছাতে পারলাম না। সরকার এখানে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন যা প্রশংসাযোগ্য। সরকার বলছেন, সাঁওতাল জনগণই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। আমারও তাই অভিমত। এখন আবার নতুন করে আলোচনা করা দরকার যাতে আগামীতে সাঁওতালদের এই বর্ণমালা সমস্যা দূর হয়। সংলাপ ছাড়া বিকল্প নেই। তবে বেশি সময় নষ্ট করাও ঠিক হবে না।

প্রশ্ন : আদিবাসী শিশুদের কৈশোরকালীন বিকাশে গৃহীত সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় কীভাবে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন। এ ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উত্তর: দেখুন, আদিবাসী জনগণ বিশ্বব্যাপী নানা শোষণ ও বৈষম্যের শিকার। জাতিসংঘ এটি মেনে নিয়েই সাধারণ পরিষদে আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। আদিবাসী শিশুর বিকাশের জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগসহ তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য পরিবেশ তৈরি করা দরকার। বিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশ বজায় থাকবে যাতে আদিবাসী শিশু মনে করতে পারে, তারও সবার মতো অধিকার রয়েছে। তাকে অন্য সবাই শ্রদ্ধা করবে, ইতিবাচক দৃষ্টিতে তাকে সহযোগিতা করবে। আদিবাসী শিশু যদি বাংলা শুদ্ধভাবে বলতে না পারে, উচ্চারণ যদি সঠিক না হয়, অন্যরা তাকে তাচ্ছিল্য করবে না, শিক্ষক বিশেষ মনযোগী হবেন। আদিবাসী পরিবারগুলো এখন অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তাই আদিবাসী সমাজ ও পরিবারের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা থাকতে পারে, যা শিশুর শিক্ষায় প্রেরণা যোগাবে। আদিবাসী অঞ্চলের স্কুলগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যাতে সকল শিশু এই উপকার পায়।

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার দরকার আছে কী? কীভাবে এদের যুক্ত করা যায়?

উত্তর: অবশ্যই আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করতে হবে। এখানে তাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাতে হবে। আদিবাসী সমাজের নেতৃবৃন্দকে, আদিবাসী সংগঠনসমূহকে এ ক্ষেত্রে যুক্ত করা যায়। অনেক সময় গরিব আদিবাসী তরুণ সমাজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র শ্রম দিতে চলে যায়। এদের খোঁজ করে বিশেষ দক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষায় নিয়ে আসা যায়। আদিবাসী তরুণদের, বিশেষ করে মেয়েদের অনেকে বাসাবাড়িতে কাজে নিতে আগ্রহী হন তাদের সততা ও আন্তরিকতার জন্য। এদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। তারা পরিবার ও সমাজে অবদান রাখতে পারবে। এদের এই কাজে আনার জন্য সভা, সেমিনার ও আলাপ- আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়। এসবের সুফল কী, তা তাদের জানালে তারা আগ্রহী হবে। অতীতে আদিবাসী খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ও অবহেলায় এখন তারা হারিয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতিভার অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের কী করা দরকার?

উত্তর: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। সার্টিফিকেট নির্ভরতা থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। কোচিং সেন্টার বাণিজ্য অপ্রতিরোধ্য এখন। আমি আদিবাসীদের বিষয়টি শুধু যুক্ত করব। যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে আদিবাসীরা প্রান্তিক অবস্থায় চলে গেছে, তাই তাদের শিক্ষার দিকটি বিশেষভাবে ভাবতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ করার কথা। কিছু শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। কোটা থাকা সত্ত্বেও কোটা পূরণ হচ্ছে না। এই মুহূর্তে বিশেষ ব্যবস্থায় শুধু আদিবাসী শিক্ষক কোটা পূরণের জন্য আদিবাসী যোগ্য প্রার্থীদের নিয়ে বিশেষ নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া দরকার। বিসিএসের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। অতীতে অনেক কোটা পূরণ হয়নি। এখন ঐ শূন্যস্থান পূরণের জন্য বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া হোক। আদিবাসী মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি চালু করা দরকার। আদিবাসী অধ্যুষিত স্কুলগুলোতে ভালো শিক্ষকের পাশাপাশি আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার যাতে আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত সমস্যা তারা সহজে সমাধান করতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আদিবাসী অঞ্চলের স্কুলগুলো যেন ভালো মান অর্জন করতে পারে, সেজন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার *পহর* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান** - এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org

European Union